কিভাবে বাড়াবেন ফেসবুক ও ই-মেইল অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন প্রায় ৬ লাখ ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হচ্ছে। রিপোর্টটিতে আরও জানা যায়, প্রতিদিন প্রায় ১০ কোটিবার ফেসবুকে লগইন করা হয়, যার মধ্যে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ ক্ষেত্রে লগইন কম্প্রোমাইজের ঘটনা ঘটে। জি-মেইল, ইয়াহুসহ সব ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল সার্ভিসের ক্ষেত্রেও এই ধরনের প্রচুর হ্যাকিংয়ের বা কম্প্রোমাইজের ঘটনা ঘটে। এ লেখায় আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে আমরা আমাদের এসব অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বলয় আরও শক্তিশালী করতে পারি।

নিরাপদ অ্যাক্সেস : যখন আমরা কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করি তা সাধারণত এইচটিটিপি প্রটোকলের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এইচটিটিপি প্রটোকলে আমাদের সব তথ্য নরমাল টেক্সট হিসেবে বিনিময় হয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ফলে যেকেউ আমাদের তথ্য ইচ্ছে করলে ইন্টারসেপ্ট করে পড়তে পারবে। তাই নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় তথ্য এনক্রিপটেডভাবে পাঠানোর পরামর্শ দেন। এনক্রিপটেডতথ্য কেউ যদি ইন্টারসেপ্ট করতেও পারে তবুও সে সেখান থেকে মূল বা আসল তথ্যটি বের করতে পারবে না। সাধারণত ই-কমার্স, অনলাইন ব্যাংকিং ও ইউজার অথেনটিকেশনের জন্য এনক্রিপটেড পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ওয়েবের তথ্যকে এনক্রিপটেডভাবে পাঠানোর জন্য এইচটিটিপিএস প্রটোকল ব্যবহার করা হয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, নরমাল এইচটিটিপি প্রটোকলের মাধ্যমে ফেসবুক ব্যবহার করলে যেকেউ বিভিন্ন হ্যাকিং টুল (যেমন : বার্প সুইট) বা নেটওয়ার্ক মনিটরিং টুল (যেমন : ওয়্যার শার্ক) দিয়ে আমাদের ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড হাতিয়ে নিতে পারে।

প্রতিকার : ফেসবুক সিকিউর ব্রাউজিং

এ জন্য আমাদের ফেসবুকের এইচটিটিপিএস ব্রাউজিং এনাবল করতে হবে।

০১. প্রথমে অ্যাকাউন্ট সেটিংসে যেতে হবে।

০২. ডান পাশে সিকিউরিটি অপশনে ক্লিক করতে হবে।

০৩. সিকিউর ব্রাউজিংয়ে 'Browse facebook on a secure connection (https) when possible' ক্লিক করে সেভ চেঞ্জেসে ক্লিক করতে হবে।

সিকিউর ব্রাউজিং এনাবলের আগে

সিকিউর ব্রাউজিং এনাবলের পরে

মোবাইল সিকিউরিটি কোড (লগইন অ্যাপরোভাল) : আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি মোবাইল সিকিউরিটি কোডের মাধ্যমে আরও নিরাপদ করতে পারেন। এই পদ্ধতিতে যখনই কেউ আপনার অ্যাকাউন্টে অন্য কোনো কমপিউটার থেকে অ্যাক্সেস করতে চাইবে সে আপনার মোবাইলে একটি সিকিউরিটি কোড পাঠাবে এবং ওই কোডটি তাকে লগইনের সময় ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু মোবাইল ফোনটি আপনার কাছে থাকবে, তাই সহজে কেউ এই কোডটি চুরি করতে পারবে না। সুতরাং আপনার পাসওয়ার্ডটি চুরি হয়ে গেলেও অ্যাকাউন্টটি থাকবে নিরাপদ। সুতরাং এখন একজন হ্যাকারকে প্রথমে ব্যবহারকারীর ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড চুরি করতে হবে। তারপর তার ফোনটিও চুরি করতে হবে।

মোবাইল সিকিউরিটি কোড এনাবল করতে যা দরকার :

০১. আগের মতোই অ্যাকাউন্ট সেটিংয়ে যেতে হবে। তারপর সিকিউরিটি অপশনে।

০২. লগইন অ্যাপরোভালসে ক্লিক করুন।

০৩. এরপর সেটআপে ক্লিক করলে পরবর্তী স্ক্রিনে আপনার কাছে মোবাইল নম্বর চাইবে। যে নম্বরটি দেবেন সেই নম্বরে একটি গোপন নিরাপত্তা কোড এসএমএসের মাধ্যমে আপনার মোবাইলে চলে যাবে।

০৪. এখন আপনার মোবাইলের এসএমএসে আসা নিরাপত্তা কোডটি দিতে হবে।

০৫. পরে যখনই আপনি বা অন্য কেউ নিজের কমপিউটার ছাড়া অন্য কোনো কমপিউটার বা ডিভাইস দিয়ে ফেসবুকে লগইন করতে যাবেন তখনই আপনার কাছে নিরাপত্তা কোডটি এসএমএসের মাধ্যমে চলে যাবে এবং আপনাকে তা দিয়ে লগইন করতে হবে। ঝামেলা কমাতে পারে রিকগনাইজড ডিভাইস অপশনটি। এর মাধ্যমে নতুন নতুন ডিভাইসকে ফেসবুকে অ্যাড করে নিতে পারেন। এই অপশনটি প্রথমবার ওই ডিভাইস থেকে ফেসবুক অ্যাক্সেস করার সময়ই পাবেন।

ইদানীং জি-মেইলের পাসওয়ার্ড চুরির ঘটনাও অনেক বেড়ে গেছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জি-মেইল অ্যাকাউন্টটির নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে পারেন। এ জন্য জি-মেইলের টু-ওয়ে ভেরিফিকেশন অপশন ব্যবহার করতে হবে।

কী করতে হবে

০১. প্রোফাইল থেকে অ্যাকাউন্ট সেটিংয়ে গিয়ে ২-স্টেপ ভেরিফিকেশনের এডিট অপশনে ক্লিক করতে হবে।

০২. আপনাকে মোবাইলের নম্বরটি দিয়ে সেন্ড বাটনে ক্লিক করতে হবে। অবশ্য ভয়েজ কলের মাধ্যমেও কোডটি পেতে পারেন।

০৩. মোবাইলে পাঠানো সিকিউরিটি কোডটি দিয়ে ভেরিফাই অপশনে ক্লিক করুন।

০৪. এরপর ২-স্টেপ ভেরিফিকেশনটি অন করুন।

এখন কেউ আপনার অ্যাকাউন্টে অবৈধভাবে অ্যাক্সেস করতে চাইলে তাকে মোবাইল কোডটি পেতে ও ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু কোডটি একবার মাত্র ব্যবহার করা যাবে, সুতরাং কেউ আপনার আগের কোডটি জানতে পারলেও অ্যাকাউন্টটি থাকবে নিরাপদ।

ই-মেইল অ্যাকাউন্ট নিরাপদ রাখার জন্য ইয়াহু নিয়ে এসেছে ছবি এবং টেক্সটভিত্তিক ডিভাইস আইডেন্টিফিকেশন। ইয়াহুর এই সার্ভিসটির নাম হলো 'Create your sign-in seal'। এই সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা সেসব কমপিউটার থেকে ইয়াহু অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করি সেসব কমপিউটারে নিজেদের সিল তৈরি করতে পারি। ফলে যখনই আমরা ইয়াহুতে লগইন করতে যাব লগইন পেজে আমরা আমাদের ছবি বা নিজের দেয়া টেক্সটটি দেখতে পাব। এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে পাসওয়ার্ড চুরির অন্যতম পদ্ধতি ফিশিং থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে পারি।

কিভাবে নিজের সিল তৈরি করবেন :

০১. লগইন পেজে 'Create your sign-in seal' লিঙ্কে ক্লিক করুন।

০২. Create a text seal অথবা Upload an image অপশনের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিন।

০৩. যদি Upload an image অপশনটি বেছে নেন তাহলে নিজের কমপিউটার থেকে একটি ছবি ব্রাউজ করে নিন।

০৪. তারপর 'Show me preview' অপশনে ক্লিক করুন।

০৫. এবার 'Save this seal' বাটনে ক্লিক করুন।

এখন যখনই আপনার কমপিউটার থেকে ইয়াহুতে লগইন পেজে যাবেন তখন আপনার দেয়া ছবিটি দেখতে পাবেন।

কোনো হ্যাকার যদি আপনার কাছে কোনোভাবে ইয়াহু মেইলের লগইন পেজের মতো একটি নকল পেজ পাঠায়, তাহলে খুব সহজেই তা ধরে ফেলতে পারবেন। কারণ তার পাঠানো পেজে সে আপনার সিলটি নকল করতে পারবে না।

শেষ কথা

সচেতন পাঠক হয়তো লক্ষ করেছেন, এ লেখার শিরোনাম নিরাপত্তা বাড়াবার কৌশল নিয়ে। পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার কথা বলা হয়নি। কারণ পৃথিবীর কোনো সিস্টেমেই ১০০ ভাগ নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব নয়। এ পদ্ধতিগুলোতে (ফেসবুক ও জি-মেইল) যেহেতু মোবাইল ফোনের ব্যবহার আছে, তাই আমাদের মোবাইল ফোনের নিরাপত্তার দিকেও একটু খেয়াল রাখতে হবে। বিশেষ করে মোবাইল হারিয়ে গেলে। তবে মোবাইল হারিয়ে গেলেও আগের মতোই আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে নতুন সিম তুলে নেবেন বা নম্বর পরিবর্তন করলে অ্যাকাউন্টে নতুন নম্বরটি সংযোজন করে নিতে হবে।

আরেকটি কথা, ওপরের কোনো পদ্ধতিই পাসওয়ার্ডের বিকল্প নয় বরং সহায়ক শক্তি। বলতে পারেন সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স। শক্ত, অপ্রচলিত এবং অবশ্যই গোপনীয় পাসওয়ার্ডের কোনো বিকল্প নেই।

ফিডব্যাক : jabedmorshed@yhaoo.com